দর্শনায় শীতার্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ

দর্শনায় বুয়েট-৮৭ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এবং বন্ধুজন-৮৯ এর উদ্যোগে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সোমবার বিকাল ৫টার দিকে শীতবস্ত্র কম্বল দর্শনা থানাপাড়, জীবননগর, ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়নের হতদরিদ্র মানুষের মাঝে এ কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

দর্শনায় বন্ধুজন-৮৯ এর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বন্ধুদের মাধ্যমে ২০০শত জন শীতার্থ মানুষের মাঝে এসব কম্বল বিতরণ করা হয়। দর্শনায় বন্ধুজন-৮৯ ব্যাচ দর্শনা সরকারী কলেজের ছাত্র আব্দুস সামাদ বিপু, মিনাজ উদ্দিন ও লাড্ডান, জীবননগরে আজিজুল হক ও আব্দুল হাকিম এবং ইমরোজ আলী এসব কম্বল গুলো বিতরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে মাদকসহ আটক-৪

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহ দর্শনার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করেছে। এ অভিযানে মাদক উদ্ধার করা সহ পৃথক স্থান হতে আটক করা হয় ৪ জন মাদক ব্যবসায়ীকে।

আটককৃতদের বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদন্ড ও অর্থদন্ড প্রদান করা হয়েছে। তারা চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার জালশুকা মসজিদপাড়ার লালন, দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মিজানুর রহমান, হাফিজুর রহমান ও মোবারক পাড়ার জাহিদুল ইসলাম। তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান শেষে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানাযায়, আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাদাত হোসেনের নেতৃত্বে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিরিন আক্তার, পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান ও উপ-পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন সহ সঙ্গীয় সদস্য মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন চুযাডাঙ্গা সদর উপজেলার জালশুকা গ্রামে।

এসময় গ্রামের মসজিদ পাড়ার আবুল কালাম আবুর ছেলে লালনের নিজ দখলীয় বসতঘর মধ্যে হইতে ৫শত গ্রাম গাঁজা সহ লালন মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামীকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

একই অভিযানিকদল দুপুর ১টার দিকে অভিযান পরিচালনা করেন জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌরসভাধীন দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামে। এসময় গ্রামের পাকা রাস্তার পূর্ব পাশে বিপ্লবের কলা বাগানের মধ্যে হইতে ৫০ লিটার তাঁড়ি সহ গ্রেফতার করা হয় মিজানুর রহমান
(৪২) নামের এক তাঁড়ি ব্যবসায়ীকে। গ্রেফতারকৃত মিজানুর রহমান দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের কেওড়া পাড়ার কালাচান মন্ডলের ছেলে। গ্রেফতারকৃতকে ভ্রাম্যমান আদালত ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। দুপুর ১টার দিকে একইদল অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভাধীন মোবারক পাড়ায়।

এসময় মোবারক পাড়া পাকা রাস্তার পশ্চিমপাশে হাসনা মিয়ার প্রোল্ট্রি ফার্মের সামনে হতে ২ লিটার তাঁড়িসহ গ্রেফতার করা হয় মোবারক পাড়ার মৃত. ছিরু মিয়ার ছেলে জাহিদুল ইসলামকে (৪১)।

গ্রেফতারকৃতকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

একইস্থান থেকে দুপুর ২ টার দিকে ২ লিটার তাঁড়ি সহ গ্রেফতার করা হয় দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত. তহির উদ্দিনের ছেলে হাফিজুর রহমানকে (৬০)। তাকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

এ কারাদন্ড ও জরিমানার রায়প্রদান করেন অভিযান নেতৃত্বে থাকা চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাদাত হোসেন।

দর্শনার হাফেজ নকীব ঢাবির মার্স্টাস সমাপনী পরীক্ষায় ১ম হলেন

দর্শনার হাফেজ সায়ীদ নকীব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে মার্স্টাস সমাপনী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে এবার মেধা তালিকায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

আজ সোমবার প্রকাশিত ফলাফলে সে সিজিপিএ পেয়েছে ৪ এর মধ্যে ৪। ইতিপূর্বে অর্নাস পরীক্ষায় ৪ এর মধ্যে ৩.৮৫ পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হয়েছিল। নকীব ঝিনাইদহ সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসা থেকে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে উভয় পরীক্ষায় গোল্ডেনসহ জিপিএ-৫ পেয়েছিল।

সে জেলার দর্শনার বিশিষ্ট আলেম দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ধর্মীয় শিক্ষক মরহুম মাওলানা এবিএম আব্দুল লতিফ ও রোকেয়া বেগমের এর কনিষ্ঠ সন্তান।

হাফেজ নকীব ঢাবিতে বিএনসিসিসহ বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। সে শিক্ষা গবেষনায় উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করতে চায়। নকীব সকলের দোয়া প্রার্থী।

দামুড়হুদা চিৎলায় একরাতে কৃষকের দুই গরু চুরি

দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা গ্রামে রাতের আধারে দুইজনের বাড়ি থেকে দুইটি গরু চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। আজ সোমবার দিবাগত রাতে

এই চুরির ঘটনা ঘটে।

জানাযায়, দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা গ্রামের ফরজ শেখের ছেলে গরিবুল্লাহ ইসলাম প্রতি রাতের মত গরুর খেতে দিয়ে ঘুমাতে যায়। পরে ভোরে উঠে গোয়াল ঘরে গিয়ে দেখে লাল এড়ে বাছুর গরুটি আর নেই।

একই গ্রামের আরজুল্লার ছেলে শফিকুল ইসলাম প্রতিরাতের মত গরুর খেতে দিয়ে ঘুমাতে যায়। পরে ভোরে উঠে গোয়াল ঘরে গিয়ে দেখে লাল বকন বাছুর গরুটি আর নেই।পরে তাদের ডাক চিৎকারে গ্রামবাসী এগিয়ে আসে বিভিন্নস্থানে খোজাখোজি করার পরও খুজে পাইনি। দুইটি গরু প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত গরু দুটির কোন খোজ পাওয়া যায়নি।

গরুর মালিক শফিকুল ইসলাম বলেন, আমি লোন তুলে একটি গরু কিনেছিলাম এখনও লোন পরিশোধ করিতে পারিনি।এর মধ্য গরুটি চুরি হয়ে গেল।আমর খুব ক্ষতি হয়ে গেল।

দামুড়হুদায় বিভিন্ন জাতের ফুল চাষ করে স্বাবলম্বী তোফাজ্জেল হোসেন

দামুড়হুদায় বিভিন্ন জাতের ফুল চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন উপজেলার জয়রামপুর মালিতা পাড়ার মৃত মূসা করিমের ছেলে তোফাজ্জেল হোসেন (৫০)। তাঁর মাসিক আয় প্রায় ১৫ হাজার টাকা। অভাব এখন আর তাঁর দুয়ারে হানা দিতে পারে না।

গত রোববার সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, জয়রামপুরের কুমামীদহ মাঠে তোফাজ্জেল হোসেনের ফুলের বাগান। সেখানে তোফাজ্জেল হোসেন ফুলের বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ২০০০ সালে এই ফুলের চাষ শুরু করেন। প্রথমে তিনি ইটের ভাটায় কাজ করতেন যা হাজিরা পেতেন তা দিয়ে সংসার ঠিক মতো চলতো না, পরে বড় ভাই মোজাম্মেল হকের ফুল চাষে সাফল্য দেখে তিনি ফুল চাষের

পরিকল্পনা নেন।

২০০০ সালে ১৮ শতক জমিতে গোলাপ ফুলের চারা লাগান। এতে খরচ হয় প্রায় তিন হাজার টাকা। পাঁচ মাস পর পাঁচ হাজার টাকার গোলাপ বিক্রি করেন। এতে ফুল চাষে উৎসাহ বেড়ে যায়। ওই বছরেই তিনি অবশিষ্ট ৩ বিঘা জমিতে গাদা ফুলের চাষ করেন। ব্যবসা লাভজনক হওয়ায় তিনি ফুল চাষের পরিমাণ বাড়াতে থাকেন। এর মধ্যে ৩৩ শতক গোলাপ,১৮ শতক গাঁদাফুল, ১৮ শতক কামিনী, ১৮ শতক চন্দ্রমল্লিকা, ১৮ শতক রজনী গন্ধা। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীত মৌসুমে ফুলের চাহিদা বেড়ে যায়। দামও তুলনামূলক বেশি থাকে। তবে সারা বছর গাঁদা ও গোলাপ বিক্রি করছেন।

তোফাজ্জেল হোসেন জানান, বর্তমানে তিনি মোট ৯৯ শতক জমিতে নানা জাতের ফুলের চাষ করছেন। খরচ বাদে ফুল বিক্রি করে তাঁর মাসিক আয় গড়ে ১৫ হাজার টাকা। এই আয় দিয়ে ৫ সদস্যের সংসার চলছে। ফুল চাষের আয় দিয়ে নির্মাণ করেছেন ২৬ হাত দৈর্ঘ্য ও ৯ হাত প্রস্থের আধা পাকা একটি ঘর। এ ছাড়া

ছয় লক্ষ টাকা খরচ করে এক ছেলের মালয়েশিয়ায় পাঠিয়েছে। এ ছাড়া প্রতিদিন বাগানে পাঁচজন শ্রমিক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। তোফাজ্জেল হোসেন চুয়াডাঙ্গা ও ঢাকায় ফুল সরবরাহ করছেন। তাঁর সরবরাহ করা ফুল বিক্রি করে স্থানীয় ফুল ব্যবসায়ীরা লাভবান হচ্ছেন। তিনি আরো বলেন, ‘বিভিন্ন জাতীয় দিবসের আগে ফুল সরবরাহ করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। তাই আগামী বছর জমি বর্গা নিয়ে আরও তিন বিঘা জমিতে ফুল চাষের উদ্যোগ নিয়েছি।

দামুড়হুদায় আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১০ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সম্মেলন কক্ষে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় মাসিক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার সাহা, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, নাটুদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শফি, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, বিভিন্ন ইউনিটের বিজিবি কোম্পানি কমান্ড সহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আইনশৃঙ্খলা মাসিক সভায় প্রধান অতিথি দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু প্রথমে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন উপহার দেওয়ায় রিটার্নিং কর্মকর্তা সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন মাদক ইভটিজিং চোরাকারবার বাল্যবিবাহ এসব প্রতিরোধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সবাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করলে আমরা ২০৪১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরিত করতে পারব ইনশাল্লাহ। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়েছে, দেশের মানুষ ডিজিটাল সেবা পাচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে আজ রবিবার

সকাল দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমার সভাপতিত্বে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাসিক সভায় মানব পাচার প্রতিরোধ, চোরাচালান নিরোধ, চোরাচালান মামলা সমূহ নিস্পত্তি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মনিটরিং সেলের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কার্যক্রম পর্যালোচনা, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান নিরোধ, অনিষ্পন্ন চোরাচালান মামলার নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ, মানব পাচার প্রতিরোধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা, সড়কের শৃঙ্খলা, ফুটপাত দখলমুক্ত, দ্রব্যমূল্য সহনশীল, দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারসহ সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে জেলার আইন-শৃঙ্খলা ও সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় জেলা প্রশাসন জেলা পুলিশের প্রতিটি সদস্যকে ধন্যবাদ জানান।

উক্ত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রিয়াজুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) নাজিম উদ্দীন আল আজাদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার সহ চার উপজেলার নির্বাহী অফিসার বৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং মিডিয়া ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় শীতবস্ত্র বিতরণ

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় ও আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের উদ্যোগে দুস্থ শীতার্থ মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা

হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের শাখা কার্যালয়ে এ শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস।

আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের পরিচালক কবি গোলাম রহমান চৌধুরির সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার,উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক,আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ওমর আলী মাষ্টার,সাধারণ সম্পাদক কবি,সাহিত্যিক নাট্যকার হামিদুল ইসলাম,গাঙচিল সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদের সম্পাদক কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার,লিটন চানাচুর ফ্যাক্টরির মালিক হাজী লিটন মিয়া,কবি আব্দুল খালেক,কবি জোয়াদ আলী মন্ডল,বিশারত মন্ডল,বিশিষ্ট ব্যবসায়ি আবুল কালাম আজাদ,সানবিম ক্যাডেট একাডেমীর শিক্ষক বাবু,আমজাদ হোসেন প্রমুখ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারে এসে পৌছালে তাঁকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। পরে শীতার্থ মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেন প্রধান অতিথি স্নিগ্ধা দাস।এ সময় প্রধান বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় সর্বনিম্ম তাপ মাত্রা চলছে।

গরীব দুঃস্থ মানুষ শীতে কষ্ট পাচ্ছে।আমরা প্রশাসনের মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব দিয়ে যাচ্ছি।সমাজের বিত্তবানরা যদি এগিয়ে আসেন তাহলে প্রচন্ড শীতে যারা কষ্ট পাচ্ছেন তাদের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হবে।

এখানে কবি গোলাম রহামন প্রতিবছর এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন বলে জানতে পারলাম,তাই তার শীত বস্ত্রের সাথে সরকারি ত্রাণের কম্বল বিতরণ করা হল।

দামুড়হুদায় আলমারী ভেঙ্গে প্রায় ৫ লাখ টাকা চুরির অভিযোগ

দামুড়হুদার পুড়াপাড়ার তাম্মী পোল্ট্রি ফার্মের আলমারী ভেঙ্গে ব্যবসায়ীর ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা চুরির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় হাবিবুর রহমান হাবীব ও তার সহযোগী জহির কে স্থানীয়দের সহযোগিতায় হেফাজতে নেয় দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

গতকাল শনিবার রাত ১১ টার দিকে তাদেরকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। এরা হলো দামুড়হুদা উপজেলা সদরের দশমী পাড়ার বকুল হোসেনের ছেলে হাবিবুর রহমান হাবীব ও একই পাড়ার মৃত আবুল কালামের ছেলে জহির হোসেন। এবিষয়ে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী শমশের আলী বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় ৩ জনকে আসামি করে একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার পুড়াপাড়া গ্রামের খোদা বক্স শেখের ছেলে শমশের আলী দামুড়হুদা পুড়াপাড়ায় অবস্থিত তাম্মী পোল্ট্রি ফার্মে ভূষি মালের আড়ত করে দীর্ঘদিন যাবত ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলেন।

অভিযুক্তদের সাথে সখ্যতা থাকার কারনে তারা প্রায় দিন আড়তে আসা যাওয়া করতো। এরই এক পর্যায়ে শনিবার বিকেল ৪টার দিকে অভিযুক্তরা শমশের আলী’র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যাই। আছরের আজান হলে তাদেরকে অফিসে রেখে শমসের আলী নামাজ পরতে যাই। এসে দেখে কেউ নেই। অফিসের আলমারির তালা ভাঙ্গা ও ড্রয়ার মেঝেতে পরে আছে। ওই ড্রয়ারে নগদ ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা রাখা ছিলো। যা চুরি হয়ে যায়। এসময় শমশের আলীর ডাক চিৎকারে ফার্মের কর্মরত শ্রমিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

শ্রমিকরা জানায় দামুড়হুদা দশমীপাড়ার বকুল হোসেনের ছেলে হাবিবুর রহমান হাবীব একই পাড়ার মৃত আবুল কালামের ছেলে জহির হোসেন ও দামুড়হুদা গার্লস স্কুল পাড়ার খোকন হোসেনের ছেলে কাশেম আলী ঘরে ঢুকেছিল। এরপর হাবিবুর রহমান ও জহির হোসেন ঘটনাস্থলে আসলে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা ঘটনা অস্বীকার করে। উপস্থিত জনতা উত্তেজিত হয়ে তাদেরকে উত্তম মাধ্যম দিয়ে তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ ২ জনকে হেফাজতে নেয়। পরে বাদী ও বিবাদীদ্বয় এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে নিজেরায় ২ লক্ষ

টাকায় আপোষ মিমাংসা করে এবং থানা থেকে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া ২ জনকে ছেড়ে দেয়।

উল্লেখ্য হাবিবুর রহমান হাবীব দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক। এ ঘটনায় দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের এক জরুরী সভার আহবান করা হয়। সভায় দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবীব এর বিরুদ্ধে টাকা চুরির অভিযোগ উঠলে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়। টাকা চুরির দায়ে সে দামুড়হুদা মডেল থানা হেফাজতে আছে। তার বিরুদ্ধে টাকা চুরির বিষয়ে পত্র পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যার কারনে তার দ্বারা প্রেসক্লাব সহ সাংবাদিকদের সম্মানহানি হয়েছে। যারফলে উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে মোঃ হাবিবুর রহমান হাবীব কে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয় এবং সাধারণ সভায় তদন্ত সাপেক্ষে স্থায়ীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

এবিষয়ে ব্যবসায়ী ও দৈনিক আকাশ খবর পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি সাংবাদিক শমসের আলী বলেন, আমি হাবীব কে নিজের ছোট ভাই এর মতো ভালোবাসতাম। সে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা আলমারি ভেঙ্গে চুরি করেছে। আমি থানায় লিখত অভিযোগ দিয়েছিলাম। পরে স্থানীয় ভাবে আপোষ মিমাংসা হলে থানা থেকে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন, কারো কোন অভিযোগ না থাকায় তাদেরকে পরিবারের জিম্মায় দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিক নিহত

চুয়াডাঙ্গায় নির্মাণাধীন একটি সাততলা ভবন থেকে পড়ে ইয়াসিন আলি
(২৬) নামের এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছে। এঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুই শ্রমিক। রোববার (১৪ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে শহরের

মুক্তিপাড়ায় নির্মাণকাজ করার সময় এঘটনা ঘটে।

নিহত ইয়াসিন আলি চাপাইনবাবগঞ্জ সদর থানা এলাকার কুরবান আলীর ছেলে। আহতরা হলেন, নওগাঁ জেলার পানিহারা গ্রামের বিপদ রবি দাসের ছেলে উত্তম কুমার দাস (২৭) ও চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সুমুরদিয়া গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে আশিক (২৪)। আহত দুজনের মধ্যে উত্তম কুমারকে চিকিৎসা শেষে ভর্তি করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ সেকেন্দার আলি বলেন, ছাদ থেকে পড়ে একজন শ্রমিক নিহত হয়েছে আমরা খবর পেয়েছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টিম সেখানে কাজ করা শুরু করেছে ইতিমধ্যে। এখনো পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা সদর থানার কোন মামলা বা অভিযোগ আসেনি।